আমার স্বাস্থ্য, আমার দায়িত্ব

THE HUNGER PROJECT

আত্মপ্রত্যয়

যশোর অঞ্চল-এর একটি অনলাইন বার্তাপত্র

বর্ষ-০১, সংখ্যা ২ | ০৪ আগষ্ট ২০২০

প্রথম পাতা

করোনা সহিষ্ণু গ্রাম: শলুয়া গ্রাম হয়ে উঠল দৃষ্টান্তের রোল মডেল

করোনা একটি বৈশ্বিক মহামারীর নাম। চীনের উহান শহর থেকে এই ভাইরাসের বিস্তারের পর থেকে সমগ্র মানব জাতি এই করোনাভাইরাসের করাল গ্রাসে আবর্তিত। বাংলাদেশে এই ভাইরাসে আক্রান্ত প্রথম সনাক্ত করা হয় ৮ মার্চ। ধীর গতিতে আক্রান্তের সংখ্যা বাড়লেও বর্তমানে এটা ভয়ংকর আকার ধারণ করেছে। করোনার প্রভাব শুধুমাত্র ঢাকা মূখী ছিলো এমনটি নয়। প্রথম আক্রান্তের পর থেকে সারা বাংলাদেশেই এর প্রভাব লক্ষ্য করার মত। ব্যতিক্রম ছিলো না খুলনা জেলার ডুমুরিয়া উপজেলার বিভিন্ন ইউনিয়নের গ্রামগুলো। তাদেরই একটি রংপুর ইউনিয়নের শলুয়া গ্রাম। শলুয়া গ্রাম রংপুর ইউনিয়নের প্রবেশদ্বার নামে খ্যাত। ফসল, মৎস, ঘের, গবাদী পশু পালন আর ক্ষুদ্র ব্যবসা যাদের মূল পেশা। ৪৬০টি পরিবার নিয়ে বসবাসরত এই জনপদটি নিজেদের একান্ত প্রচেষ্টা আর দৃঢ় প্রত্যয়'র কারণে এখনও করোনাভাইরাস থেকে অনেকটা ঝুঁকি মুক্ত আছে। এখনও পর্যন্ত শলুয়া গ্রামে একজনও আক্রান্ত হয়নি।

শুরুর কথা: গ্রামের একদল স্বেচ্ছাব্রতী 'গ্রাম উন্নয়ন দল' ও 'ইয়ুথ ইউনিট' এর ব্যানারে স্থানীয় উদ্যোগে গ্রামের সার্বিক

উন্নয়নে কাজ করে আসছিলো দীর্ঘদিন ধরে। বাংলাদেশে যখন করোনাভাইরাসের প্রাদূর্ভাব শুরু হয় তখন এই গ্রামের স্বেচ্ছাসেবকরা নিজেদের গ্রামকে সুরক্ষার জন্য নতুন উদ্যমে কাজ শুরু করেন। "আসুন সবাই মিলে শপথ করি, স্থানীয়ভাবে করোনা সহনশীল গ্রাম গড়ে তুলি"এই শ্লোগানকে সামনে নিয়ে গ্রামের সকল মানুষকে ঐক্যবদ্ধ করে সম্মিলিত প্রচেষ্টায় কাজ শুরু করেন। তারা উপলব্ধি করেছিলেন শুধুমাত্র 'গ্রাম উন্নয়ন দল' ও 'ইয়ুথ ইউনিট' এর পক্ষে করোনাভাইরাস থেকে গ্রামকে সুরক্ষা দেওয়া সম্ভব নয়। করোনাভাইরাস থেকে গ্রামকে রক্ষা করতে হলে সকল স্তরের মানুষের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় বিকল্প নেই। তাই তারা সেই কাজটি করেছেন। গ্রামের মোড়ল, মাতব্বর, ইমাম, ব্যবসায়ী, রাজনীতিবিদ, জনপ্রতিনিধি ও ছাত্র-ছাত্রীদের সমন্বয়ে করোনাভাইরাস প্রতিরোধে একসাথে কাজ করছেন। সকলকে নিয়ে তারা গড়ে তুলেছেন 'করোনাভাইরাস প্রতিরোধ কমিটি'। শারীরিক দূরত্ব বজায় রেখে তারা নিয়মিত সভা করছেন, পরিকল্পনা গ্রহণ করছেন এবং তা বাস্তবায়ন করছেন। কাজটি তারা করেছেন সামাজিক দায়বদ্ধতার ভিত্তিতে, গণজাগরণ সৃষ্টির চেতনাবোধ থেকে ও স্বেচ্ছাশ্রমের ভিত্তিতে।

সচেতনতা সৃষ্টি, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা ও জীবাণুমুক্তকরন কার্যক্রম: করোনাভাইরাস থেকে বাঁচার সবচেয়ে সহজ ও কার্যকর উপায় হলো সচতেনতা। সচেতনতার কোন বিকল্প নেই এই ভাইরাস থেকে বেঁচে থাকার। তাই করোনার শুরু থেকে শলুয়া 'করোনা প্রতিরোধ কমিটি' গ্রামে করোনা বিষয়ক সচেতনতার বিভিন্ন কার্যক্রম হাতে নেয়। তারই ধারাবাহিকতায় মার্চ মাস থেকে এই পর্যন্ত শলুয়া গ্রামে সঠিক নিয়মে হাত ধোয়ার পদ্ধতি ও উপকারিতা নিয়ে উঠান বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়েছে ৪৫টি। মাস্ক পরার উপকারিতা ও নিয়ম সম্পর্কে গ্রামের মানুষকে সচেতন করা হয়েছে ও

পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠিকে ৩১০ টি মাস্ক বিতরণ করা হয়েছে। গ্রামের মসজিদসহ সমস্ত গ্রাম জুড়ে মাইকিং করা হয়েছে ৫৯ বার। সচেতনতামূলক লিফলেট বিতরণ করা হয়েছে প্রায় ৪৬০টি। এছাড়াও করোনাভাইরাস প্রতিরোধ কমিটি সকলকে দায়িত্ব ভাগ করে দিয়ে পাড়ায় পাড়ায় ব্যক্তিগত যোগাযোগের মাধ্যমে সচেতনতার কাজটি চলমান রেখেছেন।

বার বার সাবান পানি দিয়ে হাত ধোয়া ও জীবাণুমুক্ত থাকাই হতে পারে করোনা থেকে আমাদের রক্ষার মূল জীয়নকাঠি। তাই করোনার প্রাদূর্ভাবের শুরুতে শলুয়া গ্রামের দুটি প্রবেশ পথ এবং একটি বাজারে পানির পাত্র ও সাবান রাখা হয়। যাতে করে বহিরাগত সকলে গ্রামে বা বাজারে প্রবেশের আগে হাত ধুয়ে ঢুকতে পারেন। 'গ্রাম ভিত্তিক ইয়ুথ ইউনিট' ও 'বাজার ব্যবস্থাপনা' কমিটির সদস্যদের পালাক্রমে তদারকি করার দায়িত্ব দেওয়া হয় যেন কেউ হাত না ধুয়ে ঢুকতে পারেন। এই গ্রামে কেউ প্রবেশ করতে হলে তাকে অবশ্যই সাবান পানি দিয়ে হাত ধুয়ে প্রবেশ করতে হবে। এছাড়া পারিবারিকভাবে হাত ধোয়ার বিষয়ে উদ্বুদ্ধ করা হয়েছে এবং পিছিয়ে পড়া পরিবারের মধ্যে ৭২৩ টি সাবান বিতরণ করা হয়েছে। গ্রামে বিদ্যমান ২১টি পাবলিক টিউবওয়েলে সাবান দিয়ে হাত ধোয়ার ব্যবস্থা করেছেন নিয়মিতভাবে। গ্রামের বিভিন্ন রাস্তা, প্রতিষ্ঠান ও বাড়ির আঙ্গিনায় এই পর্যন্ত জীবাণুনাশক ওষুধ ছিটানো হয়েছে প্রায় ১২০০ লিটার। গ্রামের অতি দরিদ্র ৩০টি পরিবারের মধ্যে হ্যান্ড স্যানিটাইজার বিতরণ করা হয়েছে। মাস্ক, সাবান, হ্যান্ড স্যানিটাইজার ও জীবাণুনাশকের ব্যবস্থা হয়েছে স্থানীয় স্বচ্ছল মানুষদের অর্থায়নে। এছাড়াও কাজের প্রয়োজনে বাইরে গেলে কমপক্ষে তিন ফুট শারীরিক দূরত্ব বজায় রাখতে সচেতন করা হচ্ছে।

গুজব ও অপপ্রচারমূলক প্রতিরোধে গৃহিত উদ্যোগ: 'শলুয়া করোনাভাইরাস প্রতিরোধ কমিটি'- করোনাভাইরাস প্রতিরোধ করার লক্ষ্যে নিয়মিত সভা করছেন। তারা এই সভায় গুজব ও অপপ্রচারমূলক ভুল তথ্যগুলি চিহ্নিত করেন।

যেমন- 'থানকুনির পাতা বেটে খেলে করোনা সেরে যায়', 'গরম আবহাওয়ায় করোনায় কিছু হয় না', 'বার বার গরম পানি খেলে করোনা মরে যাবে', 'সকালে সূর্য উঠার আগে তুলসীর পাতা খেলে করোনা হয়না' প্রভৃতি। গুজব ও অপপ্রচারমূলক বক্তব্য প্রতিরোধে কমিটি বিভিন্ন কার্যক্রম হাতে নেয়। যেমন- মাইকিং এর মাধ্যমে এই অপপ্রচার প্রতিরোধে মানুষকে সচেতন করেছেন, বিভিন্ন ধর্মীয় নেতার সাথে সভা করেছেন, শুক্রবার জুমার খুতবার সময় মুসল্লিদের গুজব, ভুল তথ্য প্রচার ও শোনা থেকে নিজেদের বিরত রাখতে সজাগ থাকতে বলেছেন, বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার(WHO)এবং বাংলাদেশ স্বাস্থ্য সংস্থা'র তথ্যসমূহ সোশাল মিডিয়ায় প্রচারের ব্যবস্থা করেছেন। স্বেচ্ছাব্রতীরা তাদের নিজস্ব ফেবুতে নিয়মিত করোনার গুজব ও অপপ্রচার রোধে করনীয় বিষয়ক পোস্ট দিয়েছেন।

হাট ও বাজারে স্বাস্থ্যবিধি নিশ্চিতকরন: শলুয়া গ্রামে একটি বাজার রয়েছে। এ বাজারেই সপ্তাহে দুদিন হাট বসে। হাটে শারীরিক দূরত্ব নিশ্চিত করতে স্বেচ্ছাব্রতীরা বাজার ব্যবস্থাপনা কমিটির সাথে সভা করে এবং হাটটি পাশের ঈদগাহ মাঠে সরিয়ে নেয়। এখানে বাজার ব্যবস্থাপনা কমিটির মাধ্যমে ১০ ফিট বাই ১৫ ফিট এর এক একটি ঘর কেটে দিয়ে দোকানদারদের বসার ব্যবস্থা করে দেওয়া হয়েছিল। ক্রেতাদের জন্যও তিন ফুট শারীরিক দূরত্ব নিশ্চিত করা হয়েছে। বাজারে প্রবেশ পথে পানির ড্রাম ও সাবান রাখা হয়, যাতে সবাই হাত ধুয়ে বাজারে প্রবেশ করতে পারেন। বিক্রেতারা দোকানে টাকা রাখার জন্য আলাদা পাত্রের ব্যবস্থা করেন। কেউ পণ্য ক্রয় করলে নির্দিষ্ট পাত্রে টাকা রাখেন এবং তার বাড়তি টাকা ফেতর নেন নির্দিষ্ট পাত্র থেকেই। শুধু টাকার লেনদেন নয়, বিক্রয়ের সময় ক্রেতার হাতে পণ্য না দিয়ে নিদিষ্ট দূরত্বে রাখা হয় এবং ক্রেতা সেখান থেকে পণ্য সংগ্রহ করেন। কোন ক্রেতা দোকানে মাস্ক পরে না আসলে তাকে এক পাশে দাঁড় করিয়ে রাখা হয় এবং সবার শেষে পণ্য দেওয়া হয়। বাজারে চায়ের দোকানে ওয়ান টাইম কাপের ব্যবহার নিশ্চিত করা হয়েছে। এমন কঠোর ব্যবস্থা অদ্যাবধি চলমান রয়েছে। যে কারণে নিশ্চিত হয়েছে সকলের সুরক্ষার প্রাচীর।

মসজিদ ব্যবস্থাপনা: শলুয়া গ্রামে একটি মাত্র মসজিদ আছে। এই মসজিদ কমিটির সভাপতি জনাব আনোয়ার শেখের সাথে করোনাভাইরাস প্রতিরোধের জন্য মসজিদের ভূমিকা নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেন স্বেচ্ছাব্রতীরা। মসজিদ কমিটির সভাপতির একান্ত প্রচেষ্টায় মসজিদ-এ শারীরিক দূরত্ব বজায় রাখা, পানির ট্যাপের সাথে সাবানের ব্যবস্থা করা, সকলের মাস্ক পরে মসজিদে আসা নিশ্চিতকরণ, মসজিদের মাইকে করোনা বিষয়ে মানুষকে সচেতন করা, প্রতিটি জুমার খুতবায় করোনাভাইরাসের বিষয়ে মানুষের ভ্রান্ত ধারণা দূর ও সচেতনতা বৃদ্ধির জন্য বক্তব্য দেওয়া ব্যবস্থা করেছেন। এছাড়াও 'শলুয়া করোনাভাইরাস প্রতিরোধ কমিটি'র সৌজন্যে মসজিদে গত ১০ জুলাই ৫০ টি মাস্ক প্রদান করা হয়েছে, যাতে করে কেউ মাস্ক ছাড়া আসলে তাকে প্রদান করা যায়।

সম্পাদক: মোঃ খোরশেদ আলম
নির্বাহী সম্পাদক: অধীশ দাশ
বিশেষ কৃতজ্ঞতায়: মোঃ গিয়াস উদ্দীন ও মোঃ হেলাল উদ্দীন
তথ্য প্রদান: পারভীন আক্তার, মোঃ মাসুদ পারভেজ ও সবুজ মন্ডল
প্রকাশনায়: দি হাঙ্গার প্রজেক্ট-বাংলাদেশ, যশোর অঞ্চল

বাসা নং: ২৯০, ব্লক-সি, নতুন উপশহর, যশোর
https://www.facebook.com/thpbjes
☎০১৭১২৬২১৩২৩/০১৯১১০৪৮৮৯৭
https://thpbd.org/

সম্পাদকীয়:

এখনও বন্ধ হয়নি করোনাভাইরাসের নির্মম তাণ্ডব। বন্ধ হয়নি মৃত্যুর সুদীর্ঘ মিছিল। তবুও আমাদের বিশ্বাস, আশা এবং জয়ী হওয়ার দৃঢ় মানসীকতা একদিন ঠিক পৌঁছেদেবে গন্তব্যে। আসুন, মানুষকে সাধ্যমত সাহায্য করি। শলুয়া গ্রামের সকল করোনা যোদ্ধাদের গল্প নিয়ে আত্মপ্রত্যয়ের দ্বিতীয় প্রকাশ। আমাদের পাশে থাকবেন।

THE HUNGER PROJECT

আত্মপ্রত্যয়

যশোর অঞ্চল-এর একটি অনলাইন বার্তাপত্র

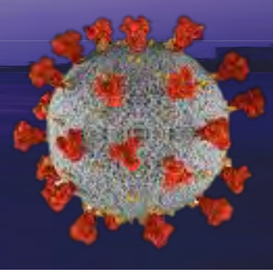

করোনা ব্যবস্থাপনা

লকডাউন: করোনাভাইরাস দ্রুত গতিতে ছড়িয়ে পড়া রুঁখতে শুরুতেই শলুয়া গ্রামের দুটি প্রবেশ পথেই বাঁশ দিয়ে লকডাউনের ব্যবস্থা করেন স্বেচ্ছাব্রতীরা। সেখানে স্বেচ্ছাব্রতীদের উদ্যোগে পালাক্রমে পাহারা বসানো হয়। যাতে এই গ্রামে

থেকে জরুরী প্রয়োজন ছাড়া কেউ বের হতে না পারেন কিংবা বাহিরের এলাকা থেকে কেউ এই এলাকায় প্রবেশ করতে না পারেন। স্থানীয় ভাবেই নিত্য প্রয়োজনীয় সকল খাদ্যসামগ্রীর বিক্রয়ের ব্যবস্থা করেন স্বেচ্ছাব্রতীরা । সেই সাথে গ্রামের উৎপাদিত সকল ফসল, মাছ বিক্রির ব্যবস্থা এবং বিনিময় পদ্ধতিতে স্থানীয়ভাবে নিজেদের মধ্যে বন্টনের ব্যবস্থা করা হয়। ফলস্বরূপ জনজীবনে করোনার নেতিবাচক প্রভাব তুলনা মূলকভাবে কম পড়েছে।

কোয়ারেন্টাইন: যারা দেশের অন্যত্র বা বিদেশ থেকে গ্রামে আসেন তাদেকে হোম কোয়ারেন্টাইন এ রাখার ব্যবস্থা করেছেন স্বেচ্ছাব্রতীরা। গ্রামে প্রবেশের পথে যেহেতু স্বেচ্চাব্রতীরা থাকে তাদের মাধ্যমে জানতে পারেন কারা কোথা থেকে আসছেন। নারায়নগঞ্জ থেকে গার্মেন্সে কাজ করা তিন জন শ্রমিক বাড়িতে আসেন। সেই অনুযায়ী বাড়ি বাড়ি গিয়ে গ্রামের গ্রাম পুলিশের সহযোগিতায় তাদের বাড়িতে লাল পতাকা টানিয়ে দিয়ে আসেন এবং তাদেরকে ১৪ দিনের কোয়ারেন্টাইনে রাখা হয়। এই পর্যন্ত শলুয়া গ্রামের ১৭ জনকে হোম কোয়ারেন্টিন নিশ্চিত করা হয়েছে। কোয়ারেন্টাইনে থাকা সকলকে বেঁচে থাকার উপাত্ত হিসেবে স্বেচ্ছাব্রতীরা খাদ্যসামগ্রী পৌঁছে দিয়েছেন বাড়ি বাড়ি। তাদের সাথে প্রতিবেশিরা যেন মানবিক আচারণ করেন সেই বিষয়ে তারা প্রতিবেশিদের সচেতন করেছেন এবং নিশ্চিত করেছেন। স্বেচ্ছাব্রতীরা নিয়মিত তাদের খোঁজ-খবরও নিয়েছেন। এছাড়াও বাংলাদেশ স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের প্রদত্ত স্বাস্থ্যবিধি ও নিয়মগুলো তাদের মেনে চলতে উৎসাহিত করেছেন।

কর্মহীন, দরিদ্র ও হতদরিদ্র মানুষের জন্য মানবিক সহায়তা: করোনা মহামারির শুরুর দিকে 'শলুয়া করোনাভাইরাস প্রতিরোধ কমিটি' গ্রামের অতিদরিদ্র, দরিদ্র, কর্মহীন, দিনমজুর, ভিক্ষুক, বিধবা, করোনাকালীন বেকার পরিবারের তালিকা প্রস্তুত করে। সেই সাথে গ্রামের কারা এই মানুষদের সহযোগিতা করতে পারেন তাদেরও একটি তালিকা করেন। উদীপ্ত স্বেচ্ছাব্রতীদের উদ্যেশ্য ছিল মহামারির এই সময়ে গ্রামের কেউ না খেয়ে থাকবেন না, অনাহারে দিন কাটাবেন না।

বিপদে অসহায় সকলের মুখে খাবার তুলে দিয়ে সফলতার সাথে দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন স্বেচ্ছাব্রতীরা। ফলশ্রুতিতে আপদকালীন সময়ে গ্রামের একটি মানুষও না খেয়ে ছিলেন না। শলুয়া গ্রামে ৪৬০টি পরিবারের মধ্যে ৩১৯টি পরিবারকে তারা সহযোগিতা পাওয়ার যোগ্য হিসেবে চিহ্নিত ও তালিকাভূক্ত করেন । তালিকার প্রেক্ষিতে বিভিন্ন কিস্তিতে তাদের মানবিক সহযোগিতা করেন। গ্রামের অপেক্ষাকৃত স্বচ্ছল, চাকুরীজীবি, ব্যবসায়ী, প্রবাসী ও বিত্তবানদের সহযোগিতা নিয়ে ১৬০ টি পরিবারকে মোট ১২৮০ কেজি চাল, ৪০০ কেজি আলু, ৮০ কেজি ডাল, ৮০ কেজি তেল বিতরণ করা হয়। এছাড়াও ব্যক্তিগত ভাবে সহযোগিতা নিয়ে একে অপরের পাশে দাঁড়িয়েছেন। বর্তমানেও স্বেচ্ছাব্রতীরা মানবিক সহযোগিতার কাজটি চলমান রেখেছেন। গ্রামবাসীর নিজস্ব সহায়তার পাশাপাশি তালিকাভূক্ত ১৫৯টি পরিবারকে তারা সরকারি সহায়তা পেতে সাহায্য করেছেন। 'করোনাভাইরাস প্রতিরোধ কমিটি'র সভায় স্থানীয় ইউপি সদস্য ও নারী ইউপি সদস্য উপদেষ্টা হিসাবে উপস্থিত থাকেন। তাদের মাধ্যমে এই তালিকা চেয়ারম্যান বরাবর ইউনিয়ন পরিষদে পাঠানোর কাজটি করা হয়। স্বেচ্ছাব্রতীরা প্রতিনিয়ত খোঁজ খবর নেয় এবং কতজনকে সরকারী মানবিক সহযোগিতার আওয়তায় আনা সম্ভব হয়েছে সেটাও খাতায় লিপিবদ্ধ করে রাখেন। এই কাজটিও চলমান আছে।

চিকিৎসা সেবা: রংপুর ইউনিয়নের সন্তান এমন যারা বিভিন্ন জায়গায় চিকিৎসক হিসাবে কর্মরত আছেন, অনুমতি নিয়ে তাদের মোবাইল নম্বরটি সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে প্রকাশ করা হয়। এ পর্যন্ত ডাক্তাদের কাছে ৫৭ জন মোবাইলের মাধ্যমে স্বাস্থ্যসেবা নিয়েছেন। এছাড়াও এই সকল ডাক্তারদের দিয়ে রংপুর ইউনিয়নের তিনটি স্থানে মেডিক্যাল ক্যাম্প করা হয়। সেখান থেকে শলুয়া গ্রামের ৭ জন চিকিৎসা সেবা গ্রহণ করেছেন। এছাড়াও বিভিন্ন রোগের চিকিৎসায় 'করোনাভাইরাস প্রতিরোধ কমিটি' অতিদরিদ্র ৬৯ জনকে ঔষধ কিনে দিয়েছেন।

বাড়তি ফসলে উৎপাদনে উদ্বুদ্ধকরন: করোনা পরবর্তী সময়ে দেশে খাদ্য ঘাটতি দেখা দিতে পারে। তাই এই খাদ্য

ঘাটতি, পুষ্টির চাহিদা পূরণ এবং বাড়িতে পতিত জমি যথাযথ ব্যবহারে উদ্বুদ্ধ করা হয় গ্রামের কৃষক-কৃষাণীদের । উদ্যেশ্য ছিল চাষ যোগ্য এক ইঞ্চি জমিও যেন অনাবাদী না পড়ে থাকে, গ্রামের মানুষ যেন নিজেরা উৎপাদিত সবজি ও ফসল থেকে নিজেদের চাহিদা মেটাতে পারেন এবং বাজারে কম যেতে হয়। ফলে সংকটময় এই সময়ে বাড়ির আঙ্গিনায় ও পতিত জমিতে শুরু হয়েছে সবজির চাষ এবং ফসলের আবাদ ।

নারীর প্রতি সহিষ্ণুতা ও শিশুবিবাহ রোধ: 'করোনাভাইরাস প্রতিরোধ কমিটি' এবং গ্রামের অন্যান্য স্বেচ্চাসেবকদের অর্ধেক প্রায় নারী এবং কমিটি গঠনের সময় গ্রামের সব পাড়া থেকেই এই কমিটির সদস্য হিসাবে অন্তর্ভূক্ত করা হয় । এই গ্রামে স্বেচ্ছাব্রতীদের উদ্যোগের ফলে নারী নির্যাতনের হার আগে থেকেই কম ছিলো। বিচ্ছিন্ন দু একটি ঘটনা ঘটলে সবাই মিলে সেখানে গিয়ে প্রতিরোধ গড়ে তোলেন। তাই এই করোনাকালীন সময়ে নারী নির্যাতন একটুও বাড়েনি। ২০১৯ সালের শেষের দিকে 'গ্রাম ভিত্তিক ইয়ুথ ইউনিটে'র উদ্যোগে গ্রামের বিবাহযোগ্য কন্যাশিশুর তালিকা তৈরি করা হয়। করোনাকালীন সময়ে এই তালিকা ধরে ধরে প্রতিটি ঝুঁকিপূর্ণ পরিবারের কন্যাশিশুদের দিকে আলাদা নজর রাখা হয়। যেন কন্যাশিশুরা এই ক্রান্তিকালে শিশু বিবাহের শিকার না হয়। ফলে করোনাকালীন সময়ে একটিও শিশুবিবাহের ঘটনা ঘটেনি।

স্বেচ্ছাব্রতীদের কথা: 'করোনাভাইরাস প্রতিরোধ কমিটি'র সভাপতি এবং 'গ্রাম উন্নয়ন দলের সভাপতি' ও নারীনেত্রী পারভীন আক্তার বলেন, 'আমরা একটি ক্রান্ড়ি কালের মধ্য দিয়ে যাচ্ছি। আমাদের সকলের উচিত একতাবদ্ধ হয়ে এই লড়ায়ে শামিল হওয়া। দি হাঙ্গার প্রজেক্ট থেকে পাওয়া প্রশিক্ষণ আমাদের এই করোনাকালীন কাজকে আরও বেগবান করেছে, দিয়েছে নতুন পথের দিশা। আমরা চাই যতদিন এই মহামারী চলে আমরা আমাদের সবকিছু দিয়ে একে অপরের পাশে থাকবো'। বাজার ব্যবস্থপনা কমিটির সভাপতি বাবু প্রভাস বিশ্বাস বলেন, আমরা সবাই একত্রিত হয়েছি বলেই এখনও পর্যন্ত শলুয়া গ্রাম করোনা থেকে মুক্ত আছে'। ইউপি সদস্য ও এই গ্রামের বাসিন্দা তরুণ কুমার সরকার বলেন,'আমরা যদি আমাদের গ্রামের প্রতিটি জমি কাজে লাগাতে পারি এবং একে অপরের পাশে থাকি তবে এই মহামারীতেও আমরা কেউ না খেয়ে থাকবো না'। রংপুর ইউনিয়ন এর চেয়ারম্যান বাবু রামপ্রসাদ জোয়াদ্দার বলেন, 'সচেতনতাই পারে আমাদের করোনা থেকে দূরে রাখতে। শলুয়াবাসী সবাইকে সচেতন করতে পারছে বলেই এখনও শলুয়াসহ আমরা রংপুরের একজন ছাড়া প্রায় সব গ্রামই করোনামুক্ত'।

করোনাকালীন সময়েও টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট সমূহ অর্জনে স্বেচ্ছাব্রতীদের ভূমিকা: মহামারির সময়েও স্থানীয় স্বেচ্ছাব্রতীদের গৃহীত উদ্যোগ গুলো টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ঠ সমূহ অর্জনে বিশেষ ভূমিকা রেখেছে। যেমন-দারিদ্র বিমোচন, ক্ষুধা মুক্তি, সুস্বাস্থ্য ও কল্যাণ, নারী-পুরুষের সমতা, নিরাপদ পানি ও স্যানিটেশন, শক্তি-ন্যায়বিচার ও শক্তিশালী প্রতিষ্ঠান। ফলে কর্মহীন, দরিদ্র ও হতদরিদ্র মানুষের জন্য মানবিক সহায়তা ও কৃষি কাজে উদ্বুদ্ধ করা কাজটি অভীষ্ঠ টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে সহায়ক হয়েছে। সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো এসডিজি'র 'শান্তি, ন্যায়বিচার ও শক্তিশালী প্রতিষ্ঠান' অভীষ্ঠটি করোনাকালীন সময়ে আরো উন্নত হয়েছে। জবাবদিহিতা সৃষ্টি হয়েছে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান ইউনিয়ন পরিষদে। খাদ্যাভাব দূরীকরণ, খাদ্য নিরাপত্তা, উচ্চমানের পুষ্টি ও টেকসই কৃষি ব্যবস্থার আলোকে গ্রামের সকল পতিত জমিকে কাজে লাগিয়ে চাষাবাদ করার জন্য ১৯০ জনকে উদ্বুদ্ধ করা হয়েছে। বর্তমানে গ্রামের প্রায় বাড়ির আঙ্গিনতে বাড়তি শাক-সবজি ও পতিত জমিতে ফসলের আবাদ শুরু হয়েছে। গ্রামের স্বেচ্ছাব্রতীরা চলমান রেখেছেন টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ঠ সমূহ'র অর্জনের চাকা।

শিক্ষাসমূহ: করোনা প্রতিরোধের জন্য সমবেত প্রচেষ্টা ও সচেতনতা অত্যন্ত জরুরী। যে সকল গ্রাম এখন পর্যন্ত করোনা প্রতিরোধ করতে পারছেন, তারা এই সমবেত প্রচেষ্টার জন্যই করতে পারছেন। তাই কাউকে বাদ দিয়ে নয়, সকলকে সঙ্গে নিয়েই করোনাভাইরাস প্রতিরোধে কাজ করতে হবে।

চ্যালেঞ্জ: শলুয়া গ্রামের সকল স্বেচ্ছাব্রতীদের ভাষ্য মতে, সকল মানুষের কাছে এই ক্রান্তিকাল সামনে এগিয়ে যাওয়ার জন্য একটি বিরাট বাঁধা। এছাড়া গুজব প্রতিরোধ করা ও মাঝে মাঝে কিছু ধর্মীয় নেতাদের অপব্যাখ্যা করোনা প্রতিরোধকে বাধার মুখে ফেলেছিল। জুমার দিনে মসজিদে জায়গার স্বল্পতার কারনে শারীরিক দূরত্ব না মেনে চলা, সাধারণ মানুষের বাজার ঘাটে নিয়মিত মাস্ক পরতে অনিহা প্রভৃতি করোনাভাইরাস প্রতিরোধের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ বাধা হিসেবে কাজ করেছে।

উপসংহার: যেকোন কাজ করার পথে বাধা আসবেই। সেই বাধাকে পায়ে মাড়িয়ে সামনের দিকে এগিয়ে গেলেই পাওয়া যায় নতুন পথের দিশা। 'শলুয়া করোনা প্রতিরোধ কমিটি' ও শলুয়া গ্রামের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিবর্গ ও স্বেচ্ছাসেবকদের মিলিত প্রচেষ্টার ফলে আজ শলুয়া গ্রাম করোনা মুক্ত। আজ তাদের দেখাদেখি অনুপ্রানিত হয়েছেন পাশের গ্রামের অনেকেই। তারাও তাদের গ্রামের জন্য চেষ্টা করে যাচ্ছেন করোনার ভয়াবহতা থেকে মুক্ত থাকার জন্য। জানি একদিন পৃথিবী আবার তার স্বাভাবিক নিয়মে ফিরবে, আমরাও মুক্ত হবো করাল গ্রাস থেকে। সেই দিন করোনা যোদ্ধাদের শলুয়াবাসী স্মরণ করবে ভালোবাসা আর গভীর সম্মানের সাথে। যুগে যুগে বেঁচে থাক মানবতা, মানুষের প্রতি মানুষের প্রগাঢ়